শ্রীমান পিকচার্সের

মধুরেণ

শ্রীমান পিকচার্সের প্রথম অবদান

"মধুরেণ"

প্রযোজনা :	শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়	সঙ্গীত পরিঃ	কালীপদ সেন।
	ব্রজেন সুর	কাহিনী :	ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়
পরিচালনা :	শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়	চিত্রনাট্য :	বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
চিত্র শিল্পে :	দিব্যেন্দু ঘোষ	আলোক চিত্র পরিঃ	সুহৃদ ঘোষ
	সুকুমার শী	শিল্প নির্দেশ :	হীরেন লাহিড়ী
সম্পাদনা :	বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রধান কর্ম্মসচীব :	মনি রায়চৌধুরী
গীতিকার :	শান্তি ভট্টাচার্য্য	পট শিল্পে :	রাম চন্দ্র সিংগু
শব্দানু লেখন :	পরিতোষ বোস	ব্যবস্থাপনায় :	শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপ সজ্জা :	সুধীর দত্ত		সমর গুপ্ত
	গোষ্ট বিহার পাল	আলোক সম্পাত :	বিমল দাস
রাসায়নগারে :	বিজন রায়, দুর্গদাস বসু,	কৃতজ্ঞতা স্বীকার :	ব্রজেন সুর,
	প্রফুল্ল মুখার্জী,		পার্ব্বতী চৌধুরী,
	কুলমণি জানা		হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
স্থিরচিত্র :	পরিমল চৌধুরী		
প্রচার সচিব :	তপোব্রত মজুমদার,	সৌজন্যে :	পরেশ ধর
	অনুপ কর্ম্মকার		অভয় পদ ব্যানার্জী

—কণ্ঠ সংগীত—

মানবেন্দ্র মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, নির্মলা মিশ্র, দিপালী ঘোষ দস্তিদার, সনৎ সিংহ, তুলসী চক্রবর্ত্তী

সহকারীগণ—

পরিচালনা :—মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তরুনেশ দত্ত, রমেন কুমারী, শঙ্কর ব্যানার্জী।

সম্পাদনা বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়। শিল্প নির্দ্দেশ—লক্ষ্মণ সাউ, অনিল পাইন।

ব্যবস্থাপনা—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (হারুয়া), শচীন মুখোপাধ্যায়, রবিন রায়চৌধুরী, সনৎ নন্দী, ব্যোমকেশ দে

রূপসজ্জা—সুরেশ রায়, সন্তোষ নাথ।

অলোক সম্পাত—অনিল দত্ত, তারাপদ মান্না, শান্তি নন্দী, রবিন চট্টোপাধ্যায়, জিতেন।

—ভূমিকায়—

সন্ধ্যারাণী, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোঃ, কানু বন্দ্যোঃ, তুলসী চক্রঃ

জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, পশুপতি কুণ্ডু, বেচু সিংহ, পদ্মা দেবী, কবিতা রায়, নিভাননী, মণি রায়চৌধুরী, শান্তি ভট্টাচার্য্য, বাবুলাল সিং, দেবীবন্দ্যোপাধ্যায়

মাঃ দীপক ও দেবাশীষ, সুধীর রায়চৌধুরী, কুমারী কৃষ্ণা, ছন্দা, মমতা প্রভৃতি।

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিও এবং রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে

আর, সি, এস শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

ও

ইষ্টার্ণ টকীজ ও ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক— **চণ্ডিকা পিক্‌চার্স** ১৬, ম্যাংগো লেন, কলিকাতা।

ভুতনাথ—

গাঁয়ের একটি ১৩।১৪ বছরে ছেলে। তার দৌরাত্ম্যে গাঁয়ের লোক সর্ব্বদাই তটস্থ আবার গাঁয়েরই কোন বিপদে আপদে সেই সকলের আগে এসে দাঁড়ায়। এহেন ভুতনাথ বড় হয়ে এক কীর্ত্তনের দল খুলল। তার দলের মধ্যে শঙ্করের সঙ্গে ভুতনাথের মিলতনা, কারণ শঙ্কর ছিল শয়তানের সেরা। পাড়ারই মেয়ে সীতার উপর বরাবরই শঙ্করের একটু নজর ছিল। সীতার বাবা যদুনাথের কাছে শঙ্কর বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। যদুনাথ তার প্রস্তাব ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেন।

কিছুদিন পর বাড়ী বন্ধক রেখে যদুনাথ মেয়ের বিবাহ ঠিক করেন, কিন্তু শঙ্করের চক্রান্তে বিয়েটা ভেঙে যায় এরং ঘটনাচক্রে সীতার সঙ্গে ভুতনাথের বিয়ে হয়ে যায়, সেদিন রাত্রেই। তাদের এই সুখের মিলনকে ভুতনাথের মাসী সুনজরে দেখলেন না। ছোট খাট কারণ নিয়ে সীতার উপর নির্য্যাতন সুরু হয় এবং এর সহায় হয় শঙ্কর। শঙ্করের চক্রান্তে ভুতনাথ গ্রামের বাইরে যেয়ে দিন্দুদিনের জন্য আটকে পড়ে এবং সেই সুযোগে শঙ্কর সীতার কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসে কিন্তু সীতা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। সমস্ত ঘটনা মাসী দেখেন এবং সীতা ও শঙ্করের নামে কুৎসা গ্রামে রটিয়ে দেন।

গ্রামে ঢুকতেই ভুতনাথের কানে যায় ওদের কুৎসার কথা। বাড়ীতে আসতেই মাসী ভুতনাথের কাছে কেঁদে কেঁদে বলেন সীতা ও শঙ্করের কেলেঙ্কারীর কথা এবং আরও বলেন "আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে"।

ভুতনাথ ও সীতার এই মধুর মিলন কি শঙ্করের চক্রান্তে ভেঙ্গে গেল ?

(১)

আমি ব্রজের ছেলে বাঁশীর সুরেই
খেলতে ভালবাসি—
আমার বেণু শুনে পড়লো বাঁধা
ব্রজের মহিয়সী—
দুষ্টু আমি,—দুষ্টু আমি
মিষ্টি সুরের জাল বুনে
চপল চোখের চাউনি দিয়ে
আপন করি আনজনে
ঝন্‌ঝা ভরা ঝড় তুফানে
নাবিক সেজে বসি
আমি ব্রজের ছেলে বাঁশীর সুরেই
খেলতে ভালবাসি—
সৃষ্টি ছাড়া খেয়াল খুসীর স্বপ্নেতে—
রাইকে সাজাই দীন ভিখারী
বাসর জাগার লগ্নেতে—
আমি এইতো ভালবাসি
ওঠা নামার বেসুরেতেই
সাধা আমার বাঁশী—

(২)

মন জ্বালানো দুষ্টু পাখী—
বসে পিয়াল শাখে—
আনমনা সে করে আমায়—
বউ কথা কও বউ কথা কও
বউ কথা কও ডাকে
কাজ ভোলা মন
যায় গো ভেসে
নীল আকাশের মেঘের দেশে
অজানিতে যায় গো খুলে
ঘোমটা যে কোন ফাঁকে
বউ কথা কও ডাকে——
উদাস হাওয়ায় তরু শাখায়
দোলন দিয়ে যায়
প্রান্তরে কার ব্যাকুল বাঁশী
মধুর মুরছায়—
এমন দিনে দূর প্রবাসে
তার বীণাতে কী সুর ভাসে
না জানি হায় সে কেমনে
আমায় ভুলে থাকে
বউ কথা কও ডাকে।

লাগ্ ভেলকী লাগ্ ভেলকী
লাগ্ ভেলকী লাগ
নারদ মুনির ঘটকালীতে
ভোলানাথ ঘুরেছে সাতপাক
এমন কপাল মা গৌরীর
জুটলো শেষে নেংটা ফকীর
কপাল ঠুকে করল বরণ—
লাগে তুক্ না লাগে তাক্
লাগ্ ভেলকী লাগ্
মা যে আমার পরশ পাথর
ভোলা হল তাই হরিহর
ঈর্ষাতে আর আনন্দেতে
জগৎ হতবাক্
লাগ্ ভেলকী লাগ্
নন্দী ভৃঙ্গী আমরা সবাই
রঙ্গ নিয়ে মেতেছি তাই
মাথায় নিয়ে হরগৌরী—
বাজাব জয়ঢাক—
লাগ ভেলকী লাগ্

(৪)

বাবুগো ভুত এসেছে আসরেতে
তরজা গাইতে আজ
ও লোকের মাঝে পড়ল ঢুকে এ—এ
ও ব্যাটার নেই কোন লাজ
এখন শুনুন সভাজন
কষে মন্তর ছাড়ছি যে এখন
ব্যাটাকে করবো কুপোকাৎ
ঐ রয়ে বসে মজা দেখুন বাবুগো
মরবে ভুতের নাথ—
প্রথমেতে বন্দী আমি
ঐ শ্রীগুরুর চরণ
ও মরি আহা রে············
তার পরেতে বন্দী আমি
এই যতো সভাজন
বাংলা দেশে জন্মে যারা
বাংলা বোঝে না—
আর শিং বিহীন এক ভেঁড়া ছাড়া
কি দোব উপমা
মরি হায়রে—মরি হায়রে হায়

ভুতনাথেরে মানে করে
যে জন শুধু ভুত
আর যাদুঘরেও মিলবে কি ভাই
এমন জন্তু কিম্ভূত—
তবে শোন রে গাধা ত্রিলোক বাধা
যার ত্রিশূলে রয়—
আরে সেই দেবাদিদেব মহাদেবের
আটপৌরে নাম হায়—
বলি হায়রে হায়
থাক থাক ঢের হয়েছে
জ্ঞান দিচ্ছে গুণী
বাজ পাখীকে ক্ষ্যাপায় দেখি
দুগগো টুনটুনি
বলরে ভুতো নিজের সুতোয়
বাঁধলি যদি ঘুড়ি
কেন লাট খাইয়ে মারলি তাকে
দিয়ে নাকে দড়ি
তাইতো বলি বাঁদর গলায়
পরলে মুক্তর হার
চকচকে তার রূপটা দেখে
চিবিয়ে করে সার।
ঢুলি ভায়া বাজাও ঢোল
ভুতের মুখে ফুটবে বোল
ঐ উলটো বিধি কপাল গুনে
তাই জুটেছে সীতে
আর সীতার মতো বৌটাকে তোর
কি পেরেছিস দিতে
ব্যাটা কুল না খেয়ে বোকে নিয়ে
মারলো শেষে ঠেকা
যার বউ পালাল বরকে ছেড়ে
বিয়ের রাতে একা
বুঝুন গো বাবু বুঝুন—
সেই মহাজন বড় হারাধন
বউকে নিয়ে টানে
জিজ্ঞাসা করলে ভিমরী যাবে
সত্যি বউ এর মানে
ওরে বৌয়ে কি ধন জানে যে জন
যেন ঘড়ির বুকে কাঁটা
ওই টিক টিক টিক থেমে গেল
ঘড়ির সব কিছু হায় ফাঁকা

বাদল বেলায় মাথা বাঁচায়
যেমন রে ছাতা
সংসারেতে তেমনি দুজন
যেন বিনি সুতোয় গাঁথা
ওরে শেষ কথা শোন বউহারা ধন
ওরে গুনের কলার কাঁধি
করম গুণে ধরম পত্নী
মিলায় রে ভাই বিধি
বলি হায়রে
আরে বাজাও রে ভাই বাজাও
ঢুলি ভায়া বাজাও রে ভাই ঢোল
কসে বাজাও কাঁসি
এই তরজাওয়ালার পটল তোলা
দেখুক জগৎবাসী।

(৫)

কালী বলে হাল্লা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকী
কালার বিরহে কালী হল তনু
কানু কলঙ্ক মাখি।
সখীরে—
আমি বন্ধনী সুখে করবী মাখিনু
চারু অপরূপ ছাঁদে রে চারু অপরূপ ছাঁদে
বন্ধু বিহনে হৃদি-বৃন্দাবনে
আনন্দ আজ কান্দেরে।
করবী কাঁদে
নয়মানন্দ এলো না বলে
সইলো আমার করবী কাঁদে
নিদয় বঁধুর মধুর বিরহে
মেলে আমার করবী কাছে
ঐ ব্যাথারী সুরে সুরে
আনন্দ আজ কেঁদে মরে
সখীরে—
আমি শ্বেত চন্দন ললাটে আঁকিনু
শুধু নাম লেখা টীকা
বঁধু হাম বাম বিসরস নাম
চন্দনে শ্বাস মাখী॥
শিখা যে হল—
শ্বেত চন্দন শিখা যে হল।
লেখাটি আমার জ্বালিত অনল
শ্বেত চন্দন শিখা যে হল

আমার বাহিরে অনল ভিতরে অনল
শ্বেত চন্দন শিখা যে হল॥
আমি ভুলি ভুলি করি
ভুলিতে না পারি তারে—
রাখিতে গোপনে বুঝি বা চন্দনে
পয়াণ এ তনু ছাড়ে—
পুড়ে ছাই হলায়
প্রাণ বঁধুয়ার অবহেলায়
এখন পুড়ে ছাই যে হলাম
প্রেমের বসতি নয়ন সলিলে
এ নহে কথার কথা
সুধীজন কয়—প্রেমের নিয়তি
দারুণ বিরহ ব্যথা।

(৬)

জল নাই জল নাই অনল শুধু জ্বাল
জনক-দুহিতা সীতা নির্ব্বাসনে চলে
মেঘে জল নাই—
বটের ছায়ায় কখন দেখে কাঁদে বাঁশীর সুরে
পথ তলে পিছে পরে রথ চলে দুরে।
পশু নয়নও আজ ভরে ওঠে জলে
লক্ষ্মীরূপা সতী সীতা নির্ব্বাসনে চলে।
সরযু সৈকতে বাসু আলুথালু করে
সরযু তরঙ্গ তীরে আছাড়িয়া পড়ে
কুলু কুলু ধ্বনি শুধু কেঁদে কেঁদে বলে
সতী সীমন্তিনী যতো নির্ব্বাসনে চলে—
মন্দ বেগে মিলায় রে রথ
দুরে পথের বাঁকে
অস্ত যায় দীপ্ত রবি
রক্ত আঁখি ঢাকে
আঁধার নামে পক্ষ মেলি
মৌন ধরাতলে—
রাজার ঝিয়ারী সীতা নির্ব্বাসনে চলে॥

চণ্ডিকা পিকচার্সের পরিবেশনায়ঃ

পরবর্ত্তী অবদান

"দেবী ফুল্লরা"

ও

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—

"জলপ্রপাত"

প্রচার সচিব—তপোব্রত মজুমদার ও অনুপ কর্ম্মকার কর্তৃক প্রকাশিত এবং দি শচী প্রেস
৭নং, আশুতোষ দে লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।